Type of Guidance.

⇒

Guidance :-

Guidance শব্দটির উৎপত্তি ইংরেজি 'Guide' শব্দটি থেকে এসেছে। যার অর্থ হল পরিচালনা করা, নিয়ন্ত্রন করা, পথ দেখানো বা নির্দেশ দেওয়া। অর্থাৎ Guidance বা নির্দেশনা হল ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করার প্রচেষ্টা।

নির্দেশনা ব্যক্তিকে সেই সামর্থ প্রদান করে যাতে সে সমস্যাগুলিকে বুঝতে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজের সমস্যাগুলিকে নিজেই সমাধান করতে সাহায্য করে। যা ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়।

এই প্রসঙ্গে মনোবিদ Crow and crow বলেছেন — "Guidance is assistance made available by personally qualified and adequately trained men or women to an individual of any age to help him to manage his own life activities, develop his own point of view, make his own decissions and carry his own burden। অর্থাৎ নিজের জীবনের দায়িত্ব নিজে পালন করতে যে-কোনো বয়সের ব্যক্তি অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে যে সাহায্য নেয় তাই হল নির্দেশনা।

Classification / Type of Guidance :-

নির্দেশনার সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে ব্যক্তির পরিপূর্ন বিকাশের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন। তাই ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নির্দেশনারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই নির্দেশনাকে দশটি শ্রেনিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

১) শিক্ষাগত নির্দেশনা
২) বৃত্তিগত নির্দেশনা
৩) ধর্মীয় নির্দেশনা
৪) পারিবারিক নির্দেশনা
৫) নাগরিকতার নির্দেশনা
৬) অবসরবিনোদনের নির্দেশনা
৭) ব্যক্তিগত নির্দেশনা
৮) স্বাস্থ্যের নির্দেশনা
৯) সাংস্কৃতিক নির্দেশনা
১০) নৈতিক নির্দেশনা

উপরি উক্ত নির্দেশনা গুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল —

1) শিক্ষাগত নির্দেশনা (Educational Guidance):—

শিক্ষা জগতের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের প্রক্রিয়াই হল শিক্ষাগত নির্দেশনা, তথ্য বিস্ফোরনের ফলে শিক্ষাজগতের ধীরে ধীরে জটিল হয়ে পড়ছে, ফলে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় শিক্ষাগত নির্দেশনা খুবই প্রয়োজন। শিক্ষাগত নির্দেশনার উদ্দেশ্য হল — ① শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিক্ষাসংক্রান্ত কোর্স নির্বাচনে সহায়তা করা। ⓘⓘ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে সহায়তা করা, ⓘⓘⓘ শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি নির্বাচনে সাহায্য করে। ⓘⓥ বিদ্যালয় পরিবেশে মানিয়ে নিতে সাহায্য করা। ⓥ শিক্ষনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

২) বৃত্তিগত নির্দেশনা (Vocational Guidance):—

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শেষে উপযুক্ত বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে সাহায্য করে বৃত্তিগত নির্দেশনা, ব্যক্তির চাহিদা, আগ্রহ, সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাই হল বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, ① ব্যক্তিকে উপযুক্ত বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে সাহায্য করা, ⓪ শিক্ষার্থীকে পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দান, ⓪ সমাজ তথা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করা।

৩) ধর্মীয় নির্দেশনা (Religious Guidance):—

যে কোনো ধর্মের খুঁটিনাটি দিকটি উদ্‌ঘাটন করে তা মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা হল ধর্মীয় নির্দেশনা। এই ধরনের নির্দেশনার প্রভাবে মানুষ ধর্মের বিভিন্ন দিকগুলি সম্বন্ধে জানতে পারে এবং আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। ধর্মীয় নির্দেশনার উদ্দেশ্য হল —— ① ধর্মের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিকে ওয়াকিবহাল করা, ⓪ ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করা, ⓪ ধর্মীয় রীতি নীতি গুলি মেনে চলতে সাহায্য করা,

৪) পারিবারিক নির্দেশনা (Family Guidance):—

সুষ্ঠভাবে পারিবারিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাই হল পারিবারিক নির্দেশনা, এই জীবনধারনের নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার পরিবার তথা সমাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে এবং তার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। এর উদ্দেশ্য হল —— ① সুস্থ পারিবারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। ⓪ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কীভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায় সেই ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া। ⓪ 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' – ধারনাটি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চার করা।

5) নাগরিকতার নির্দেশনা (Citizenship Guidance) :—

ব্যক্তি কীভাবে নিজেকে একজন সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে, সেই বিষয়ে যাবতীয় নির্দেশনাদানই হল নাগরিকতার নির্দেশনা। এই ধরনের নির্দেশনার মাধ্যমে সুনাগরিকদের পালনীয় কর্তব্য, গুনাবলি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যক্তিকে অবগত বা ওয়াকিবহাল করা হয়।

6) অবসর বিনোদনের নির্দেশনা (Entertainment Guidance) :—

এই ধরনের নির্দেশনায় ব্যক্তি কীভাবে তার অবসর সময় অতিবাহিত করবেন, সেই বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হবে। ব্যক্তির অবসর সময় বিজ্ঞানসম্মতভাবে অতিবাহিত হলে তার মানসিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তি ঘটে এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

7) ব্যক্তিগত নির্দেশনা (Individual Guidance) :—

যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্দেশনা প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা বলা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কারনে, যেমন— খারাপ ফল, বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ, প্রেমে ব্যর্থতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে। এই সময় তাদের ব্যক্তিগত নির্দেশনার খুবই প্রয়োজন।

8) সহযোগিতার নির্দেশনা (Guidence for cooperation) :—

সমাজে নিজেকে অভিযোজিত করতে হলে সর্বপ্রথম যে সামাজিক গুনটির প্রয়োজন হয় তা হল সহযোগিতা। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তাই সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়

যে ধরনের পরামর্শ ব্যক্তির মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গঠনে সহায়তা করা তাই হল সহযোগিতার নির্দেশনা।

9) সাংস্কৃতিক নির্দেশনা (Cultural Guidance) :—

এই ধরনের নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সমাজের রীতি নীতি, নিয়মকানুন, আচার-আচরন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয়। এই ধরনের নির্দেশনার উদ্দেশ্য হল —— (i) ব্যক্তিকে সমাজের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা। (ii) ব্যক্তি যাতে সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। (iii) ব্যক্তিকে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।

10) নৈতিক নির্দেশনা (Ethical Guidance) :—

বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দ্রুতহারে ঘটছে। ফলে সমাজ তার অস্তিত্ব হারানোর আশঙ্কায় ভুগছে। এমতাবস্থায় নৈতিক নির্দেশনা সমাজকে আলোর সন্ধান দিতে পারে, যে নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তাই হল নৈতিক নির্দেশনা।